রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৩১, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ৩১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.১৮০—বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. শিনজো আবে গত ০৮ জুলাই ২০২২ তারিখে জাপানের কানসাই অঞ্চলের নারা শহরে এক কাপুরুষোচিত নৃশংস হামলায় গুলিবিদ্ধ হন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

২। মি. শিনজো আবের মৃত্যুতে জাপান হারালো অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, একজন দেশপ্রেমিক নেতাকে, আর বাংলাদেশ হারালো এক অকৃত্রিম বন্ধু ও অত্যন্ত আপনজনকে। মি. শিনজো আবের নিহত হওয়ার ঘটনায় মন্ত্রিসভা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। একইসঙ্গে জাপানের সরকার, জনগণ এবং প্রয়াত মি. শিনজো আবের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১০ শ্রাবণ ১৪২৯/২৫ জুলাই ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১০ শ্রাবণ ১৪২৯ / ২৫ জুলাই ২০২২

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. শিনজো আবে গত ০৮ জুলাই ২০২২ তারিখে জাপানের কানসাই অঞ্চলের নারা শহরে এক কাপুরুষোচিত নৃশংস হামলায় গুলিবিদ্ধ হন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

মি. শিনজো আবে ১৯৫৪ সালে জাপানের রাজধানী টোকিওতে এক রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে মি. শিনজো আবে কোবে শহরের একটি ইস্পাত কারখানায় চাকরির মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে ওঠা মি. আবে চাকরি ছেড়ে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগদান করেন। অত্যন্ত মেধাবী মি. আবে তাঁর প্রজ্ঞা, মননশীলতা, দূরদর্শিতা ও নেতৃত্ববাচক গুণাবলির মাধ্যমে অধিষ্ঠিত হন জাপানের রাজনীতির শীর্ষস্থানে।

মি. আবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী নেতা হিসাবে সবচেয়ে কম বয়সে জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করেন। ২০১১ সালের সুনামি এবং ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞে জাপানে প্রায় ২০,০০০ মানুষ মারা যায় এবং সে সময় ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্ঘটনার ফলে দেশটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং জাপানী অর্থনীতির উপর আসে এক বিরাট ধাক্কা। এর কিছু দিন পরই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় বসে জাপানের অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর জন্য বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি। এর মধ্যে তাঁর উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 'আবেনোমিক্স' বা 'আবেতত্ত্ব' অন্যতম। বিশ্বজুড়ে আবের এ অসাধারণ পরিচিতির মূলে ছিল তাঁর 'আবেনোমিক্স' তত্ত্ব।

বাংলাদেশের প্রতি মি. শিনজো আবের ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। তাঁর শাসনামলে দুদেশের সম্পর্ক সুসংহত ও দৃঢ় হয়েছে। শিনজো আবে শুধু জাপানেই নয় বিশ্ববাসীর ভালবাসাও অর্জন করেছেন তাঁর অতুলনীয় কর্মগুণে। শিনজো আবের বাংলাদেশ সফর, এদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা এবং সদয় মনোভাব বাংলাদেশের জনগণের হৃদয় ছুঁয়েছিল। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করায় শিনজো আবের মূল্যবান অবদান এদেশের জনগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে ঢাকায় হোলি আর্টিজানে সন্ত্রাসী হামলায় জাপানের সাত নাগরিক নিহত হওয়ার পরও তিনি বাংলাদেশের প্রতি আস্থার সম্পর্ক অটুট রাখার ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণার মাধ্যমে অনেকের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়, সেইসঙ্গে দুই দেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকার গত ০৯ জুলাই ২০২২ তারিখে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক পালন করে। ঐ দিন সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব ধর্মানুযায়ী তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

মি.শিনজো আবের মৃত্যুতে জাপান হারালো অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, একজন দেশপ্রেমিক নেতাকে, আর বাংলাদেশ হারালো এক অকৃত্রিম বন্ধু ও অত্যন্ত আপনজনকে।

এই কাপুরুষোচিত নৃশংস হামলায় বাংলাদেশের পরম হিতৈষী মি. শিনজো আবের নিহত হওয়ার ঘটনায় মন্ত্রিসভা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। একইসঙ্গে জাপানের সরকার, জনগণ এবং প্রয়াত মি. শিনজো আবের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd